MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
P.O.—BHUPATINAGAR, Dist.—PURBA MEDINIPUR, PIN.—721425, WEST BENGAL, INDIA
NAAC Re-Accredited B+Level Govt. aided College
CPE (Under UGC XII Plan) & NCTE Approved Institutions
DBT Star College Scheme Award Recipient
E-mail : mugberia_college@rediffmail.com // www.mugberiagangadharmahavidyalaya.ac.in

Ref. No.—M.G.M. / / / Date.....
From—The Principal / Secretary,

**Paper: C1T**

**Unit: 7: Definition of Tal, Matra, Laya along with the knowledge of the following:**

**Sam, Khali, Tali, Vibhag, Samapadi, Visamapadi, Jati, Laykari, Tihai, Avartan.**

**তাল:**

সংগীতে সময়ের পরিমাপকে তাল বলে। বিভিন্ন তালের মাত্রা সংখ্যা, ছন্দ, বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন। যেমন-ত্রিতাল ১৬ মাত্রা, একতাল ১৩ মাত্রা, ঝাঁপতাল ১০ মাত্রা। আবার একই মাত্রা সংখ্যা, ছন্দ, বিভাগ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তালির বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন-একতাল ও চৌতাল।

তাল দু'রকমের হয়ে থাকে যে তালের প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী তাল ও যে তালের প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান নয় তাকে বিষমপদী তাল বলে। সমপদী তাল হলো দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল ইত্যাদ। বিষমপদী তাল হল তেওরা নবতল একাদশী ইত্যাদি।

**বিলম্বিত লয়**: খুব ঢিমা বা ধীর গতিকে বিলম্বিত নয় বলে এই এই লয়ে সাধারণত: ধ্রুপদ ধামার বিলম্বিত খেয়াল ইত্যাদি গাওয়া হয়ে থাকে।

**মধ্য লয়:** স্বাভাবিক গতিকে মধ্যলয় বলে এই নয় খুব ধীর বা খুব তাড়াতাড়ি নয়, মাঝারি গতিতে চলে। এই লয়ে মধ্য লয়ের খেয়াল ইত্যাদি গাওয়া হয়।

**দ্রুত লয়:** স্বাভাবিক অপেক্ষা দুগুণ দ্রুতগতিকে দ্রুতলায় বলে। এই লয়ে খুব দ্রুত বা তাড়াতাড়ি সংগীত পরিবেশিত হয়। দ্রুত খেয়াল তারানা ইত্যাদি এই লয়ের গাওয়া হয়।

**মাত্রা:**

সময় পরিমাপের 'একক' (unit) কে মাত্রা বলে। ভারতীয় তাদের ক্ষেত্রে 'মাত্রা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হিন্দুস্থানী এবং অন্যান্য তাল-পদ্ধতির ক্ষেত্রে তো বটেই। হিন্দুস্থানী তালগুলিতে সচরাচর তাল-নাম ছাড়াও তাল-মাত্রা দিয়েও প্রকাশ করা হয়। যেমন, 'ত্রিতাল' ১৬ মাত্রার তাল; 'চৌতাল' ১২ মাত্রার তাল; একতাল ১২ মাত্রার তাল প্রভৃতি। কিন্তু, হিন্দুস্থানী তাল-মাত্রার সবচেয়ে অসুবিধে যা - তা হচ্ছে, মাত্রার মূল্য-মানের অনির্দিষ্টতা। অর্থাৎ কতটা সময়-কাল নিয়ে এক-মাত্রা ধরা হবে - সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে তাল-বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন মতকে অনুসরণ করে 'দেশী' তাল-পদ্ধতির লঘু (I) সময়-কালকেই অর্থাৎ (চারটি বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ কাল) মধ্যলয়ের এক-মাত্রা ধরে থাকেন।

সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক ব্যাপার যেটি তা হচ্ছে, হিন্দুস্থানী তাল-মাত্রার মূল্য মান তিন প্রকার ধরা হয় যথা- ১.বিলম্বিত মাত্রা, ২. মধ্য-মাত্রা এবং ৩. দ্রুত মাত্রা। এর ফলে একই তালের তিন প্রকার রূপ সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টি প্রাচীন মার্গ বা গন্ধর্ব তালে 'কলা-পরিবর্তন' থেকে এসেছে।

**লয়**:

সমগ্র তলের কিংবা তাল-মাত্রার গতিকে লয় বলে। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে লয়ের স্বাভাবিক রূপ তিন প্রকার মানা হয়, যথা-

১. **বিলম্বিত লয়**: খুব ঢিমা বা ধীর গতিকে বিলম্বিত নয় বলে এই এই লয়ে সাধারণত: ধ্রুপদ ধামার বিলম্বিত খেয়াল ইত্যাদি গাওয়া হয়ে থাকে।

২. **মধ্য লয়:** স্বাভাবিক গতিকে মধ্যলয় বলে এই নয় খুব ধীর বা খুব তাড়াতাড়ি নয়, মাঝারি গতিতে চলে। এই লয়ে মধ্য লয়ের খেয়াল ইত্যাদি গাওয়া হয়।

৩. **দ্রুত লয়:** স্বাভাবিক অপেক্ষা দুগুণ দ্রুতগতিকে দ্রুতলায় বলে। এই লয়ে খুব দ্রুত বা তাড়াতাড়ি সংগীত পরিবেশিত হয়। দ্রুত খেয়াল তারানা ইত্যাদি এই লয়ের গাওয়া হয়।

**সম্:**

হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে তালের প্রথম মাত্রাকে 'সম্' বলে। সম্ -এর চিহ্ন '+' অথবা '×' দিয়ে বোঝানো হয়। সম্ এর প্রাচীন পরিভাষা হচ্ছে **'প্রস্বন'** অর্থাৎ প্রণব স্বর বা শব্দ।

**খালি:**

তালের ছন্দ প্রকাশ করার জন্য তাল অবয়বের যে যে স্থানে আঘাত করা হয় না অর্থাৎ নিঃশব্দ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে 'খালি' বা 'ফাঁক্' বলে। খালি কে লিখিত আকারে প্রকাশ করতে শূণ্য (০) ব্যবহার করা হয়। সব তালেই যে তালি খালি থাকবে এর কোন অর্থ নেই। যেমন: রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল অথবা তেওড়া বা তীব্রা তাল।

**তালি:**

তালের ছন্দকে প্রকাশ করার জন্য তাল অবয়বের যে যে স্থানে আঘাত করা হয় তাকেই বলে 'তালি'। প্রত্যেক তালে তালি থাকতেই হবে যেমন- চৌ-তালে চারটি তালি যথা-০১ মাত্রায়, ০৫ মাত্রায়, ০৯ মাত্রায়, এবং ১১ মাত্রায় তালি। তালি কে লিখিত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতি হলো সংখ্যা (১, ২, ৩, ৪) দ্বারা এবং খালি কে শূন্য (০) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

**বিভাগ:**

তাল অবয়ব বা তাল দেহের 'অঙ্গ' হচ্ছে তালের বিভাগ। তালের 'প্রত্যঙ্গ' হচ্ছে তালের 'মাত্রা'। কতগুলি মাত্রার সমন্বয়ে তালের 'বিভাগ' বা অঙ্গ তৈরি হয়। তেমনি একাধিক বিভাগ বা অঙ্গ নিয়ে তালের অবয়ব বা দেহ গঠিত হয়। প্রাচীনকালে তালের অঙ্গ দিয়ে তালের রূপ বোঝানো হতো। অঙ্গগুলির লঘু **(I)**, গুরু **(S)** ইত্যাদি না না চিহ্ন থাকতো [দেশি তালের দশপ্রাণের অন্তর্গত 'তালাঙ্গ' দ্রষ্টব্য]। কিন্তু, হিন্দুস্থানী তালের ক্ষেত্রে মাত্রা দিয়ে বিভাগ বোঝানো হয় বলে তালাঙ্গের চিহ্ন দেওয়া হয় না। আরেকটি কথা, প্রাচীনকালে তালের ফাঁক্ বা খালি ছিল না। যাইহোক নিচে তালের বিভাগ বোঝানো হচ্ছে:

ত্রিতাল :

+ ২ ০ ৩ + ২ ৩

৪|৪|৪|৪| =৪|৪|৪ = ৮|৪ ; প্রাচীন তালাঙ্গ **ISI** (লঘু, গুরু, লঘু)।

- হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে চিহ্ন বিভাগ একটি বড় দাড়ি **(I)** টেনে দেখানো হয়।

**সমপদী:**

যে তালের প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী তাল বলে। সমপদী তাল হলো দাদরা, কাহারবা, ত্রি-তাল ইত্যাদ।

**বিসমপদী:**

যে তালের প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান নয় তাকে বিষমপদী তাল বলে। বিষমপদী তাল হল তেওরা, নবতল, একাদশী তাল ইত্যাদি।

**জাতি:**

হিন্দুস্থানী তালের 'জাতি' নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে তালের চলনের গতি অনুসারে জাতি নির্ধারিত হয়, আবার অনেকে বলেন তালের মাত্রা সমষ্টিকে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, দ্বারা বিভাজ্য হলে তাদের যথাক্রমে তিস্র, চতুস্র, খন্ড, মিশ্র এবং সংকীর্ণ জাতির তাল বলে। প্রাচীন 'দেশি' তালের মধ্যে এমন বহু তাল আছে যারা ওসব সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়। তাদের হিন্দুস্থানী প্রচলিত তালের পর্যায়ে ফেলা হয় না। বলা হয় অপ্রচলিত কিংবা অল্প-প্রচলিত তাল। তাদের মধ্যে ১১ মাত্রার তাল, ১৩ মাত্রার তাল, ১৭ মাত্রার তাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**লয়কারী:**

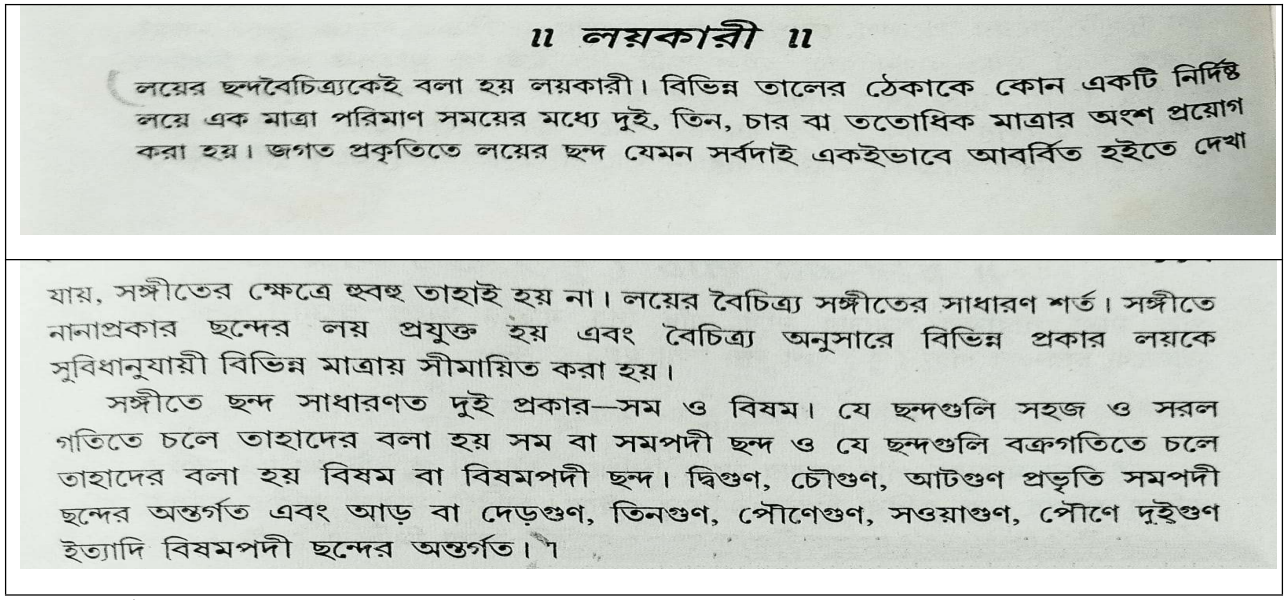

## ॥ লয়কারী ॥

লয়ের ছন্দবৈচিত্র্যকেই বলা হয় লয়কারী। বিভিন্ন তালের ঠেকাকে কোন একটি নির্দিষ্ট লয়ে এক মাত্রা পরিমাণ সময়ের মধ্যে দুই, তিন, চার বা ততোধিক মাত্রার অংশ প্রয়োগ করা হয়। জগত প্রকৃতিতে লয়ের ছন্দ যেমন সর্বদাই একইভাবে আবর্বিত হইতে দেখা যায়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হুবহু তাহাই হয় না। লয়ের বৈচিত্র্য সঙ্গীতের সাধারণ শর্ত। সঙ্গীতে নানাপ্রকার ছন্দের লয় প্রযুক্ত হয় এবং বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার লয়কে সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় সীমায়িত করা হয়।

সঙ্গীতে ছন্দ সাধারণত দুই প্রকার—সম ও বিষম। যে ছন্দগুলি সহজ ও সরল গতিতে চলে তাহাদের বলা হয় সম বা সমপদী ছন্দ ও যে ছন্দগুলি বক্রগতিতে চলে তাহাদের বলা হয় বিষম বা বিষমপদী ছন্দ। দ্বিগুণ, চৌগুণ, আটগুণ প্রভৃতি সমপদী ছন্দের অন্তর্গত এবং আড় বা দেড়গুণ, তিনগুণ, পৌণেগুণ, সওয়াগুণ, পৌণে দুইগুণ ইত্যাদি বিষমপদী ছন্দের অন্তর্গত।

Tabla Bijnan, 1st Part, Indu Bhusan Roy.

**তেহাই:**

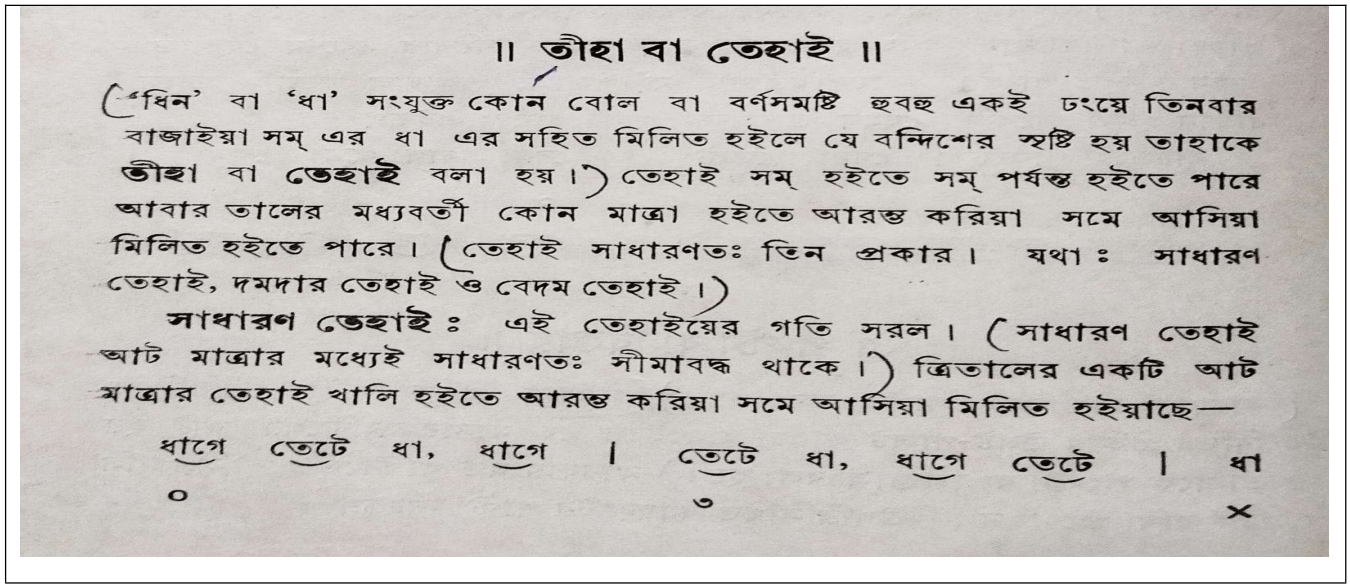

## ॥ তীহা বা তেহাই ॥

'ধিন' বা 'ধা' সংযুক্ত কোন বোল বা বর্ণসমষ্টি হুবহু একই ঢংয়ে তিনবার বাজাইয়া সম্ এর ধা এর সহিত মিলিত হইলে যে বন্দিশের সৃষ্টি হয় তাহাকে **তীহা** বা **তেহাই** বলা হয়। তেহাই সম্ হইতে সম্ পর্যন্ত হইতে পারে আবার তালের মধ্যবর্তী কোন মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সমে আসিয়া মিলিত হইতে পারে। তেহাই সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা ঃ সাধারণ তেহাই, দমদার তেহাই ও বেদম তেহাই।

**সাধারণ তেহাই ঃ** এই তেহাইয়ের গতি সরল। সাধারণ তেহাই আট মাত্রার মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। ত্রিতালের একটি আট মাত্রার তেহাই খালি হইতে আরম্ভ করিয়া সমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে—

ধাগে তেটে ধা, ধাগে | তেটে ধা, ধাগে তেটে | ধা
০ ৩ ×

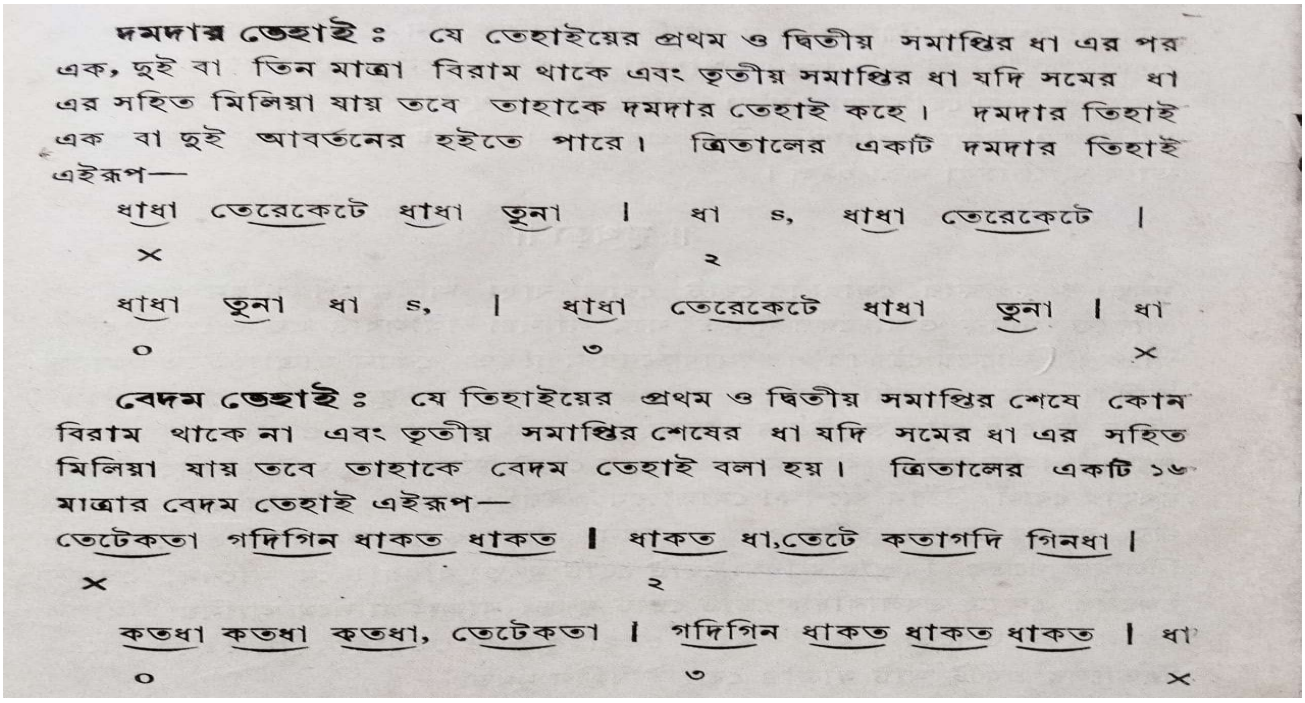

**দমদার তেহাই ঃ** যে তেহাইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সমাপ্তির ধা এর পর এক, দুই বা তিন মাত্রা বিরাম থাকে এবং তৃতীয় সমাপ্তির ধা যদি সমের ধা এর সহিত মিলিয়া যায় তবে তাহাকে দমদার তেহাই কহে। দমদার তিহাই এক বা দুই আবর্তনের হইতে পারে। ত্রিতালের একটি দমদার তিহাই এইরূপ—

ধাধা তেরেকেটে ধাধা তুনা | ধা ঽ, ধাধা তেরেকেটে |
×　　　　　　　　　　২

ধাধা তুনা ধা ঽ, | ধাধা তেরেকেটে ধাধা তুনা | ধা
০　　　　　　　　৩　　　　　　　　　　×

**বেদম তেহাই ঃ** যে তিহাইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সমাপ্তির শেষে কোন বিরাম থাকে না এবং তৃতীয় সমাপ্তির শেষের ধা যদি সমের ধা এর সহিত মিলিয়া যায় তবে তাহাকে বেদম তেহাই বলা হয়। ত্রিতালের একটি ১৬ মাত্রার বেদম তেহাই এইরূপ—

তেটেকতা গদিগিন ধাকত ধাকত | ধাকত ধা,তেটে কতাগদি গিনধা |
×　　　　　　　　　　২

কতধা কতধা কতধা, তেটেকতা | গদিগিন ধাকত ধাকত ধাকত | ধা
০　　　　　　　　　　৩　　　　　　　　　　×

Tabla Bijnan, 1st Part, Indu Bhusan Roy.

**আবর্তন:**

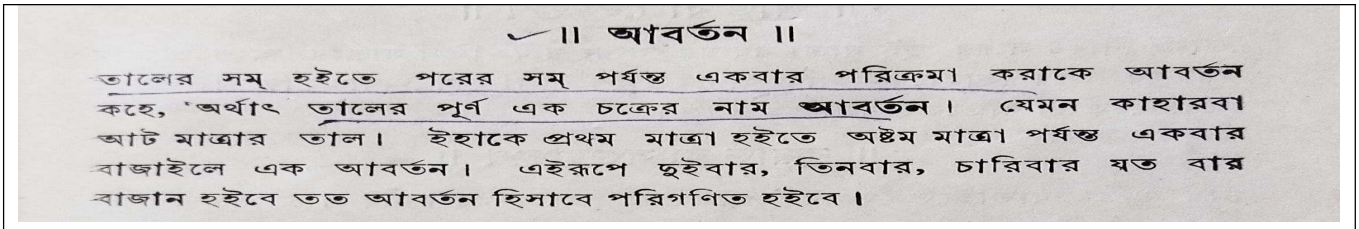

॥ আবর্তন ॥

তালের সম্ হইতে পরের সম্ পর্যন্ত একবার পরিক্রমা করাকে আবর্তন কহে, 'অর্থাৎ তালের পূর্ণ এক চক্রের নাম **আবর্তন**। যেমন কাহারবা আট মাত্রার তাল। ইহাকে প্রথম মাত্রা হইতে অষ্টম মাত্রা পর্যন্ত একবার বাজাইলে এক আবর্তন। এইরূপে দুইবার, তিনবার, চারিবার যত বার বাজান হইবে তত আবর্তন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

Tabla Bijnan, 1st Part, Indu Bhusan Roy.

- **ছন্দ:**

হিন্দুস্থানী তালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'তাল-ছন্দ' বা গতি-ছন্দ। এই গতিছন্দকে তাল-মাত্রা এবং তাল-বিভাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন- দাদরা তালটির ছন্দ ৩/৩। হিন্দুস্থানী তালের ছন্দ তিন প্রকার যথা- ১.সম্, ২. বিষম এবং ৩. অসম। প্রত্যেক বিভাগের সমান সংখ্যক মাত্রা থাকলে সম ছন্দ (দাদরা৩/৩, ত্রিতাল ৪/৪/৪/৪), বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা থাকলে বিষম-ছন্দ (ধমার ৫/২/৩/৪) এবং দুই প্রকার মাত্রা-সংখ্যার সমন্বয়ের তাল গঠিত হলে তাকে অসম-ছন্দ (ঝাঁপতাল (২/৩/২/৩, তেওড়া৩/২/২) বলে।

**P.K+AK**

10.05.2022